

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সালাত-এর গুরুত্ব

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী

‘সালাত’ আরবি শব্দ। ফার্সি ভাষায় এর প্রতিশব্দ ‘নামায’। সালাত’র আভিধানিক অর্থ দোয়া, রহমত, তাওবা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট রুকন ও যিকরসমূহকে বিশেষ নিয়মে নির্ধারিত সময়ে আদায় করাকে সালাত বা নামায বলা হয়। ইসলামে সালাত’র গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে নামায অন্যতম। নামাযকে বলা হয়েছে ‘দ্বীনের খুঁটি’। নামাযের ফরযিয়াত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। প্রাপ্ত বয়স্ক নর-নারী সকলের জন্য তা অবশ্যই পালনীয়। নামায’র ফরযিয়াত অস্বীকারকারী কাফির, ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় করে না এমন ব্যক্তি ফাসিক। নামায আদায় করাই মু’মিন বান্দার ঈমানের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, “بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ” – “বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায ত্যাগ করা।”^১ সালাত প্রমাণ করে, কে অনুগত বান্দা আর কে অস্বীকারকারী। সুতরাং একজন মু’মিন বান্দাকে তাঁর ঈমানের প্রমাণস্বরূপ অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়সহ তার প্রতি অনুগত থাকা আবশ্যিক। তাই ইসলামী শরীয়তে ঈমানের পরই নামায আদায়’র প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সালাত শুধু নিছক পরকালীন কল্যাণ ও শান্তি লাভের মাধ্যম নয় বরং তা ইহকালীন যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনকারী এবং শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তির নিয়ামক। কুরআন ও হাদিসে যেমনিভাবে সালাত’র গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচিত, ঠিক তেমনিভাবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটেও নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রবন্ধে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সালাত’র গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সালাত’র অন্তর্নিহিত গুরুত্ব তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

কুরআন মাজীদের বহু স্থানে মহান আল্লাহ তা’য়ালা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদিস-এ পাকে নামায আদায়ের তাগিদ দিয়েছেন। নিম্নে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত ও

রাসূলে করীম ﷺ এর কয়েকটি হাদিস তুলে ধরে সালাত’র গুরুত্ব আলোচনা করা হলো।

কুরআনের আলোকে সালাত’র গুরুত্ব

1. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ -
তরজমা: যারা না দেখে ঈমান আনে, নামায আদায় করে এবং আমার প্রদত্ত জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে।^২

2. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ -
তরজমা: এবং নামায আদায় কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।^৩

3. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْكَرُوا لِلَّهِ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا -
তরজমা: অতএব যখন তোমরা নামায পড়ে নাও তখন আল্লাহর স্মরণ করো, দাঁড়ানো অবস্থায় ও উপবিষ্ট অবস্থায় এবং করটসমূহের উপর শুয়ে। অতঃপর যখন নিরাপদ হয়ে যাও তখন বিধি মোতাবেক নামায আদায় করো। নিঃসন্দেহে নামায মু’মিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ।^৪

4. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)
তরজমা: নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে ঈমানদারগণ, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনীত-নম্র হয়।^৫

5. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ -
তরজমা: এবং নামায আদায় করো, দিনের দু’প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে।^৬

তরজমা: এবং নামায আদায় করো, দিনের দু’প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে।^৬

হাদিসে পাকের আলোকে সালাত’র গুরুত্ব

1. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغَشَّ الْكَبَائِرُ،
তরজমা: হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ

তরজমা: হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ﷺ এরশাদ

^১ তিরমিযী : আস্ সুনান, باب ما جاء في ترك الصلاة, ৯/২০৬; মুসলিম শরীফ; তাবরিরী : মিশকাতুল মাসাবীহ, সালাত অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৫৮।

^২ আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৩, কানযুল ঈমা।

^৩ আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২:৪৩, কানযুল ঈমান।

^৪ আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১০৩, কানযুল ঈমান।

^৫ আল কুরআন : সূরা মু’মিন, ২৩:১-২, কানযুল ঈমান।

^৬ আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১:১১৪।

यासिक

প্রবন্ধ

তরজমা: ঐ নামাযীদের জন্য ক্ষতি রয়েছে, যারা আপন নামায থেকে ভুলে বসেছে।^{১১} অন্যত্র আল্লাহ তা'য়াল বলেন-

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالً يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْكَبُوا السَّيْرَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তরজমা: যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়ায়, মানুষকে দেখায় মাত্র এবং আল্লাহকে স্মরণ করে না কিন্তু (স্মরণ করে) অল্প সংখ্যক লোক।^{১২}

নামায খুশু, খুযু বা একাগ্রতা সহকারে আদায় করা আবশ্যিক, অন্যথায় নামায বিশুদ্ধ হবে না, কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন, لَا صَلَاةَ إِلَّا بِخُضُوعِ الْقَلْبِ “একাগ্রতা ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হবে না।^{১৩}” হাদিসে পাকে আলো বলা হয়েছে, “যদি কেউ ওয়াক্তমত নামায আদায় করে, নামায আদায়ের জন্য পূর্ণভাবে ওয়ু করে এবং ক্বিয়াম, রুকু ও সিজদা বিনয় ও একাগ্রতার সাথে আদায় করে, তবে তার এ নামায দীণুময় ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।”

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সালাত'র গুরুত্ব

১. সালাত'র আত্মিক গুরুত্ব

নবী করীম ﷺ বলেছেন, নামায মু'মিনদের সাথে আল্লাহর মি'রাজ সমতুল্য। আর নামাযই আল্লাহর প্রতি বান্দার চরম আনুগত্যের বাস্তবরূপ। কাজেই আল্লাহ তা'য়ালাকে হাযির নাযির জেনে নামায আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন,

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

“আল্লাহর ইবাদত করবে (এমনভাবে) যে তাঁকে (তাজলী) দেখতে পাওয়া যায়, যদি তাঁকে দেখতে পাওয়া না যায়, (তা হলে এ আত্মবিশ্বাস রাখবে) তিনি তোমাদের দেখছেন।^{১৪}” সুতরাং অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে কেবল আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের জন্য আল্লাহর প্রতি চরম আনুগত্যের ধ্যানসহ সালাত আদায় করলে বান্দার আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। যেমন রাসূল ﷺ

^{১১} আল কুরআন : সূরা মা'উন, ১০৭:৪-৫;

^{১২} আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪:১৪২;

^{১৩} ইউসুফ বিন মুসা হানাফী : আল মু'তাসার মিনাল মুখতাসার মিন মুশকিলিল আসার, باب في معرفة المقبول من الصلاة, পৃ. ৪২;

^{১৪} বুখারী : আস্ সহীহ, باب سؤال جبريل النبي, ১/৩৬, হাদিস নং : ৪৮;

মালিক

তরজুমান ৩

বলেছেন, “নামাযে আমার চোখ বা আত্মা প্রশান্তি পায়।^{১৫}” আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى “নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামায আদায় করেছে।^{১৬}” নবী করীম ﷺ আরো বলেন, مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ “যতক্ষণ নামাযী তার জায়নামাযে থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে গোপন আলাপচারিতায় লিপ্ত থাকে।^{১৭}” সুতরাং নামাযী ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে আত্মার বা রুহের খাদ্য লাভ করে, ‘ক্বলব’কে সৃষ্টিবিমুখ ও স্রষ্টামুখী করে দুনিয়াবী লোভ-লালসা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

২. সালাতের দৈহিক গুরুত্ব

নামাযের দৈহিক উপকারিতা চিকিৎসা বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত। কেননা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে গেলে দৈহিক পাঁচবার অয়ু করতে হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নামায আদায় করতে দৈহিক যে কসরত হয় তাও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এর দ্বারা অলসতা, বিষন্নতা ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যথার উপশম হয়। নামাযের মাধ্যমে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেমন- হৃৎপিণ্ড, যকৃত, মূত্রাশয়, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, পাকস্থলী, মেরুদণ্ড, ঘাড় ও সর্ব প্রকার ‘লালাগ্রন্থি’ (Glands) বর্ধিত করে শরীরকে সুঠাম সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।^{১৮} তাছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাত সহকারে আদায় করার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে কিছু হাটা-চলা করতে হয়, যা ডায়বেটিস, হার্ট'র রোগসহ অনেক জটিল-কঠিন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

৩. সালাত'র সামাজিক গুরুত্ব

সমাজ হতে অন্যায়, অবিচার, অপকর্ম, অশ্লীলতাসহ সকল প্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ দূরীকরণে নামায অনন্য ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ তা'য়ালার এরাশাদ করেন,

^{১৫} নাসায়ী : আস্ সুনান, باب حب النساء, ১২/২৮৮, হাদিস নং : ৩৮৭৮; মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুর রিক্বাক, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৪০;

^{১৬} আল কুরআন : সূরা আ'লা, ৮৭:১৪-১৫।

^{১৭} বুখারী : আস্ সহীহ, باب دفن النخامة في المسجد, ২/১৮১, হাদিস নং : ৩৯৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, باب المساجد ومواضع الصلاة, ১ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১৫৭;

^{১৮} সুন্নাতে রাসূল (দ.) ও আধুনিক বিজ্ঞান: ডা: তারেক মাহমুদ, পাকিস্তান, পৃ. ৫০

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নিশ্চয় নামায বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে।”^{১৯} এছাড়াও নামায সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মুসলমানগণ যখন মসজিদে নামায আদায় করতে যায় তখন একে অপরের সুখ-দুঃখ ও কুশলাদি জানতে পারে এবং সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে পারে। এতে পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। নামায আদায়ের মাধ্যমে মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ ও কলুষমুক্ত হয়, ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. সালাত'র পারলৌকিক গুরুত্ব

নামায আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বান্দার দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশের চূড়ান্ত পন্থা। নামাযই আব্দ (বান্দা) ও মা'বুদ'র মধ্যে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টিকারী, তাই নামায হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি ও আখিরাতে জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম ও ওহীলা। আল্লাহ তা'য়লা এরশাদ করেন, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, তরজমা: এসব লোক, যারা নিজ নিজ নামাযে যত্নবান, সে সব লোকই উত্তরাধিকারী। তাঁরা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে এবং তাঁরা তাতে চিরস্থায়ী থাকবে।^{২০}

৫. সালাত'র ইহকালীন বা দুনিয়াবী গুরুত্ব

পার্থিব বা দুনিয়াবী জীবনে নামায আদায়ে বহু উপকারিতা রয়েছে। নামায আদায় করলে মানসিক দুঃশ্চিন্তা, দুঃখ-কষ্ট দূর হয়, চেহরার রূপ-লাবণ্য, উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, জটিল-কঠিন রোগ-ব্যাধির উপশম হয়। এছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামায'র পাবন্দী থাকলে রিযিক'র আয়-বরকত বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'য়লা বলেন,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى,

তরজমা: আপন পরিবারকে নামায'র আদেশ দাও এবং

নিজেও নামায'র পাবন্দী থাকো। আমি তোমার নিকট রিযিক বা জীবিকা চাই না, (বরং) আমিই তোমাকে রিযিক বা জীবিকা দেবো এবং শুভ পরিণাম খোদাভীরতার জন্য।^{২১} আবার বে-নামাযী ব্যক্তির জন্য আখিরাতের চরম ক্ষতি তো আছেই পাশাপাশি পার্থিব জীবনেও রিযিক তথা জীবন-জীবিকার নাবরকতীসহ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আল্লাহ তা'য়লা এরশাদ করেন,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

তরজমা: “যে আমার স্মরণ (নামায) হতে বিমুখ হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সংকোচিত জীবন-জীবিকা এবং আমি তাকে ক্রিয়ামত দিবসে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।”^{২২} অধিকন্তু বে-নামাযীরা আখিরাতে কাফিরদের সমতুল্য হবে এবং চরমভাবে লাঞ্চিত ও অপদস্থ হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (৪৩)

তরজমা: স্মরণ কর, সেই চরম সংকটময় দিনের কথা, যে দিন তাদের আহ্বান করা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, লাঞ্ছনা (হীনতা) তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে ডাকা হয়েছিল সিজদা করতে।^{২৩}

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, একজন মুসলমান যদি নামায'র পূর্ণ গুরুত্ব ও ফযিলত অনুধাবন পূর্বক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিছক প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নামায'র মর্মবাণী ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে অনুধাবন করে আদায় করে, তাহলে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নামায ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

^{১৯}. আল কুরআন : সূরা 'আনকাবূত, ২৯:৪৫।

^{২০}. আল কুরআন : সূরা মু'মিন, ২৩:১১।

^{২১}. আল কুরআন : সূরা তোয়া-হা, ২০:১৩২।

^{২২}. আল কুরআন : সূরা তোয়া-হা, ২০:১২৪।

^{২৩}. আল কুরআন : সূরা ক্বলাম, ৬৮:৪২-৪৩।